সোনারগাঁও জাদুঘর গাইড

সম্পাদক : রবীন্দ্র গোপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ
মো. রবিউল ইসলাম
একেএম মুজ্জাম্মিল হক

প্রচ্ছদ শিল্পী
কবি রবীন্দ্র গোপ
একেএম আজাদ সরকার

আলোকচিত্র শিল্পী
মো. শফিকুর রহমান

দ্বিতীয় সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০১৩
আশ্বিন ১৪২০

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১০
আশ্বিন ১৪১৭

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ
জি. জি. অফসেট প্রেস
৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন
নয়াবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৭৫১৫, ০১৭১১৬০২৪৪২

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

ISBN : 978-984-33-1772-8

উৎসর্গ

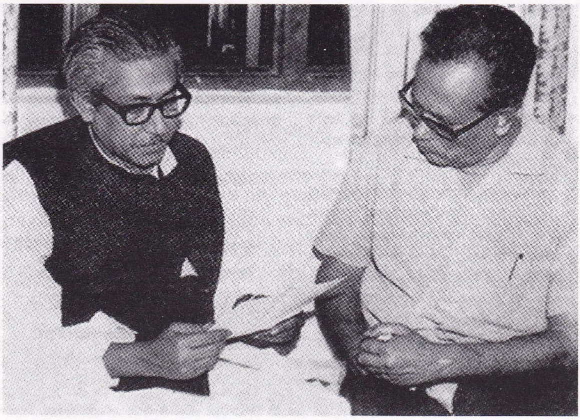

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তাঁর প্রথম আর্থিক সাহায্য, পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায়
এবং
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়
১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ
একটি প্রজ্ঞাপন বলে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প
ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

সামান্য নিবেদন

বাংলার প্রাচীন রাজধানী ঐতিহাসিক সোনারগাঁও প্রাঙ্গণে স্থাপিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয়ের প্রতীক। এ ফাউন্ডেশনটির স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান এদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুই এ প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে সর্বপ্রথম আর্থিক সহায়তা প্রদান করে গৌরবদীপ্ত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সোনারগাঁয়ে এটি পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন।

এই সোনারগাঁও বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। প্রাচীন বঙ্গে এটি এক বিশেষ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। আমাদের লোক-লোকালয়ের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ লোকশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। এদেশের লোকশিল্প ও লোকজ ঐতিহ্য বিকাশের এক সমৃদ্ধ জায়গা সোনারগাঁ। এখানকার ইতিহাস নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি। সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর সম্পর্কে অনেকের মনেই কৌতূহল রয়েছে। এ গাইডটি সে কৌতূহল নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

এখানকার লোক ও কারুশিল্প এবং জগদ্বিখ্যাত মসলিনের স্মৃতি থেকে এটিকে আলাদা করা যায় না। এমন লোক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে দেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসে ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ একটি প্রজ্ঞাপন বলে সরকার লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলাদেশকে জানতে, বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাস জানতে, যাঁর কথা সর্বাগ্রে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়, তিনি আমাদের মহান নেতা বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বীর বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে, বাঙালি সংস্কৃতির ছোঁয়া পেতে তথা বাংলাদেশকে জানতে প্রতিদিন দেশি-বিদেশি হাজার হাজার পর্যটক সোনারগাঁও জাদুঘর পরিদর্শন করে। ২০১০ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের ১০২তম সভায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশাসনিক

ভবনের সম্মুখে সবুজ চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণদানের আদলে ব্রোঞ্জের তৈরি একটি সুউচ্চ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ এমপি এ ভাস্কর্যের শুভ উম্মোচন করেন। এটি বাঙালি জাতির জন্য গৌরবের বিষয়। বাঙালি জাতির গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যের পাশাপাশি অগণিত পর্যটকের কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যের স্মারক চিহ্ন যুগ যুগ ধরে বাঙালির গৌরবগাথা তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

ফাউন্ডেশন চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল-এর একটি পুর্ণাঙ্গ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়। এখানে ইতোমধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের একটি আবক্ষ ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। ভাস্কর্য তিনটি নির্মাণ করেছেন শিল্পী শ্যামল চৌধুরী।

বাঙালির অহঙ্কার ও গর্বের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে নিয়োজিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর পরিদর্শনে আগত পর্যটকগণ এ প্রতিষ্ঠান সর্ম্পকে জানতে পারবেন এ গাইডটির মাধ্যমে।

গাইড বই প্রকাশে ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো. রবিউল ইসলাম, ডিসপ্লে অফিসার জনাব একেএম আজাদ সরকার, ফটোগ্রাফার জনাব মো. শফিকুর রহমান এবং বিশেষ করে গাইড লেকচারার জনাব একেএম মুজ্জাম্মিল হক যে আন্তরিকতা, সহযোগিতা, শ্রম, মেধা ও পরামর্শ দিয়েছেন এজন্য আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার এ সোনারগাঁ আর তারই ঐতিহ্যে লালিত এ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। দর্শকদের কাছে সোনারগাঁও জাদুঘর গাইডটি সমাদৃত এবং অনুসন্ধিৎসু পর্যটকগণের ভ্রমণ আনন্দদায়ক হবে বলে আশা রাখি।

রবীন্দ্র গোপ
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সোনারগাঁও জাদুঘর গাইড

প্রাচীন গৌরবময় ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। প্রায় সর্বত্রই প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে ঘেরা এদেশ। এর একদিকে যেমন আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অবারিত আকর্ষণ, অপরদিকে রয়েছে অনুপম স্থাপত্যশৈলী ও প্রাচীন ঐতিহ্যের বিরল স্মৃতি। পর্যটকদের কাছে এমনই একটি আকর্ষণীয় নাম ঐতিহাসিক সোনারগাঁও। এখানকার প্রাচীন নিদর্শনসমূহের যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তা আজও দূর-দূরান্ত থেকে আগত পর্যটকদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

সোনারগাঁও পরিচিতি

রাজধানী ঢাকা থেকে ২৫ কিলোমিটার পূর্বদিকে সবুজের সমারোহ আর বনানীর শ্যামলিমায় মনোরম স্থাপত্যশৈলী এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ছায়া-ঢাকা, পাখি-ডাকা, হৃদয়-ছোঁয়া নৈসর্গিক পরিবেশ পর্যটকদের মন কেড়ে নেয় সোনারগাঁও।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লোকশিল্প জাদুঘর পরিদর্শন করছেন

এই সোনারগাঁয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সোনালি অতীতের এক সুবর্ণ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য স্মৃতি। সোনারগাঁয়ের নামকরণে মতভেদ রয়েছে। গবেষকদের মতে, সোনারগাঁয়ের প্রাচীন নাম ছিল সুবর্ণবীথি বা সুবর্ণগ্রাম। এই সুবর্ণগ্রাম থেকেই মুসলিম আমলের সোনারগাঁও নামের উদ্ভব।

প্রবাদ আছে, 'মহারাজ জয়ধ্বজের সময় এ অঞ্চলে সুবর্ণবৃষ্টি হয়েছিল বলে এ স্থান সুবর্ণগ্রাম নামে পরিচিতি লাভ করে।'

কেউ কেউ বলেন, বার ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁর স্ত্রী সোনাবিবির নামানুসারে এর নাম হয়েছে সোনারগাঁও।

সোনারগাঁও বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। সোনারগাঁও জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সোনারগাঁও মধ্যযুগে ছিল মুসলিম সুলতানদের রাজধানী। বর্তমানে সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা।

সোনারগাঁ উপজেলার বর্তমান আয়তন ১১৭.৬৬ বর্গ কিলোমিটার এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা সদর থেকে এটি প্রায় ২১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

সোনারগাঁয়ের ইতিহাস জানার জন্য পৌরাণিক উপাখ্যান, কিংবদন্তি বা জনশ্রুতির ওপরই বেশি নির্ভর করতে হয়। মধ্যযুগীয় এই নগরটির অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন। সোনারগাঁয়ের পূর্বে মেঘনা নদী, দক্ষিণ-পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা, দক্ষিণে ধলেশ্বরী এবং উত্তরে ব্রহ্মপুত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় এলাকাটি খুব উন্নত ছিল। সেজন্য রাজা-বাদশাগণ সানন্দে সোনারগাঁয়ে বাংলার রাজধানী গড়ে তুলেছিলেন। ধারণা করা হয় ঐতিহাসিকভাবে সোনারগাঁয়ের উদ্ভব প্রাক-মুসলিম যুগ থেকেই।

সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ভবন

ঐতিহাসিক স্বরূপচন্দ্র রায়ের মতে, 'সুবর্ণগ্রাম একটি প্রাচীন গ্রাম। বৌদ্ধ আমল থেকেই সুবর্ণগ্রাম শুর, পাল এবং দেব প্রভৃতি রাজার রাজধানী হিসেবে মর্যাদা পেয়েছিল। সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ প্রাচীন বঙ্গের বিশেষ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।' সোনারগাঁয়ের প্রাচীনতা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য দলিলের অভাবেই কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া

যায়নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে সোনারগাঁয়ের কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানে সন-তারিখের উল্লেখ না পাওয়া গেলেও প্রাচীন বঙ্গে সোনারগাঁয়ের নাম দেখা যায়।

আনুমানিক ১২৮১ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁয়ে মুসলিম আধিপত্যের সূচনা হয়। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলার পূর্বাঞ্চল সোনারগাঁকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং এটি পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র রাজধানী হিসেবে প্রথম মর্যাদা লাভ করে। বার ভূঁইয়া প্রধান মসনদ-ই-আলা ঈসা খাঁর আমলে সোনারগাঁও বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে। এই সোনারগাঁয়ের মধ্যে দিয়েই নির্মিত হয় ষোড়শ শতকের দিল্লির শাসক শেরশাহ প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড, যা সিন্ধু থেকে সোনারগাঁয়ে এসে শেষ হয়।

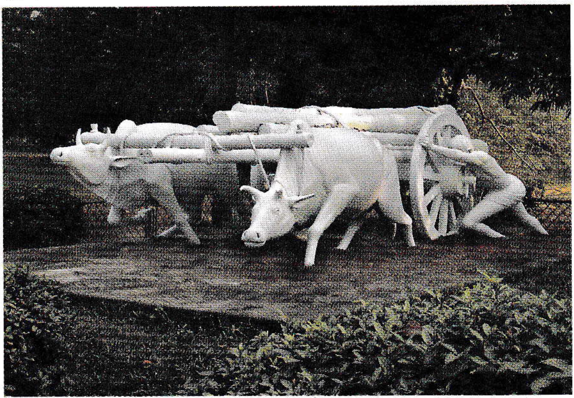

ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্সে সংগ্রাম ভাস্কর্য

সোনারগাঁও শুধু প্রশাসনিক দিক দিয়েই নয় ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানেও প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। এখানকার প্রাচীন মাজার, মসজিদ ও স্থাপত্য নিদর্শনই এর যথার্থ প্রমাণ বহন করে। মধ্যযুগে সমাজ তথা রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সোনারগাঁও বিদেশি খ্যাতনামা পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। মধ্যযুগে সোনারগাঁও ছিল একটি সমৃদ্ধ শহর।

এক সময়ে সোনারগাঁয়ের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল পানাম সিটি। তখন থেকে এ সিটি অতীতের সমৃদ্ধশালী অঞ্চল হিসেবে পরিচিত এবং এর চারিদিকে পরিখা পরিবেষ্টিত। পানাম সিটির চারিদিকে পরিখার মধ্যভাগে নির্মিত হয়েছিল লাল ইটের ইমারত। পুরাতন ছোট ছোট ইটসংযোগে তৈরি

এ ইমারতগুলো প্রাচীনকালের গৌরবময় ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রিটিশ সময়কালে ইংরেজরা এখানে নির্মাণ করেছিল নীলকুঠি। জমিদার এবং ব্যবসায়ীরা এখানে রাস্তার দুধারে আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ করেছিলেন।

আনুমানিক ৫ মিটার প্রশস্ত এবং ৬০০ মিটার দীর্ঘ একটি মাত্র রাস্তার দুপাশ ঘিরে গড়ে ওঠে এই পানাম সিটি। এটি একটি একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নয়নাভিরাম সিটি। বর্তমানে রাস্তার উত্তর পাশে ৩১টি এবং দক্ষিণ পাশে ২১টি ইমারতসহ মোট ৫২টি ইমারত রয়েছে। ইউরোপীয় স্থাপত্যের অনুকরণে রূপায়িত হয়েছে পানাম সিটির ইমারতগুলোর অলঙ্করণ নকশা।

ফাউন্ডেশনের কারুপল্লীতে তৈরি জামদানি শাড়ি

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৭৫ সালে এ ঐতিহাসিক পানাম সিটির একটি সরকারি রিকুইজিশনকৃত পুরনো রেস্ট হাউস সংস্কার করে অস্থায়ীভাবে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের কাজ শুরু করা হয়। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয়কে চিরভাস্বর

এবং সাধারণ মানুষের জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রবহমান রাখার প্রয়াসে দেশের লোক ও কারুশিল্পের মূল্যবান নির্দশনসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শ ও অর্থসাহায্যে এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ একটি প্রজ্ঞাপন বলে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

ঐতিহাসিক সোনারগাঁও একদিকে ত্রয়োদশ ও চর্তুদশ শতকের স্বাধীন বাংলার রাজধানী। অপর দিকে এটি লোক কারুশিল্পের ঐতিহ্যের পীঠস্থান। পৃথিবীর বিখ্যাত মসলিন ও জামদানি বস্ত্র উৎপাদনের স্মৃতিবিজড়িত ইতিহাস ও সংস্কৃতির সুবর্ণ অধ্যায়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন স্থাপনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নেয়া হয়। লোক ও কারুশিল্প সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আমাদের জাতিসত্তার স্বকীয়তা ও অতীত ঐতিহ্যের এক মূর্ত প্রতীক। অতীতকে ফিরে দেখা, অতীতের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর বর্তমানকে দাঁড় করানো ও ভবিষ্যৎ গন্তব্যের নিশানা খুঁজে পেতে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জন্ম।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং এ বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের লোকসংস্কৃতি-লোককারুশিল্পের ঐতিহ্যের নিদর্শনসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নান্দনিকভাবে প্রদর্শন এবং পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে সরকার ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

ফাউন্ডেশনে কি কি আছে

ফাউন্ডেশনের ১৭০ বিঘা আয়তনের কমপ্লেক্সে বনজ, ফলদ, ঔষধি ও শোভাবর্ধন প্রজাতির বাহারি বৃক্ষরাজি এর বিস্তৃত জায়গায় আঁকাবাঁকা দৃষ্টিনন্দন লেক, পুকুর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য, শিল্পাচার্য জয়নুল ভাস্কর্য, শেখ রাসেল ভাস্কর্য, সংগ্রাম ভাস্কর্য, গ্রন্থাগার, বিক্রয় কেন্দ্র, লোকজ রেস্তোরাঁ, লোকজ মঞ্চ, কারুব্রিজ, কারুপল্লী, কারুশিল্পগ্রাম, বিনোদন স্পট, বড়শিতে মাছ শিকার, নৌকায়

ভ্রমণ, নাগরদোলায় চড়ার ব্যবস্থাসহ দুটি লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর রয়েছে।

লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

একটি দেশের প্রতিচ্ছবি তথা সমৃদ্ধশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংগ্রহশালা হলো জাদুঘর। প্রাথমিকভাবে পানাম সিটিতে বাংলাদেশের লোকসাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যের মূল্যবান নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশেষায়িত এ লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের যাত্রা শুরু হয়। এরপর ফাউন্ডেশনের নতুন কমপ্লেক্সের পুরাতন ভবনে ১৯৮১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাদুঘর স্থানান্তরিত হয়। লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরে ১০টি গ্যালারি।

কাঠ খোদাই নিদর্শন গ্যালারি

লোকশিল্পের অন্যতম জনপ্রিয়তা অর্জনকারী শিল্প দারুশিল্পের মাধ্যমে কার্পেন্টাররা বংশপরম্পরায় অর্জিত জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত

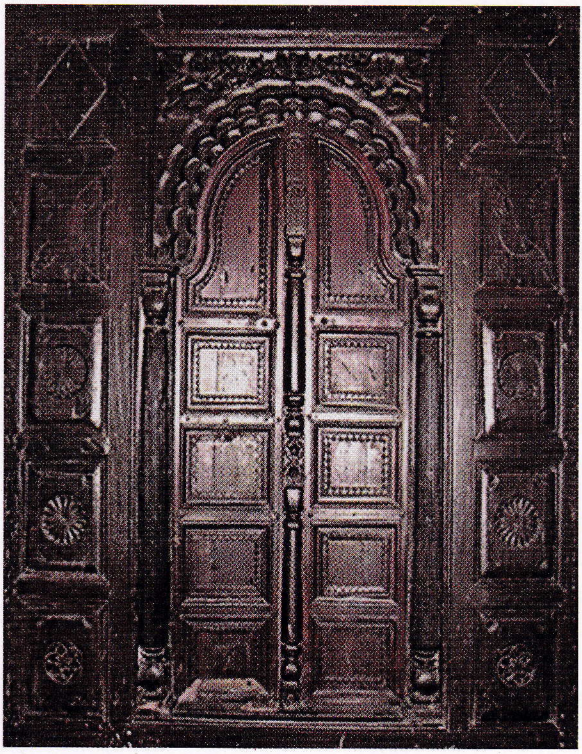

লোকশিল্প জাদুঘর গ্যালারিতে প্রদর্শিত কাঠের দরজা

লোকায়ত ও নিজস্ব শৈলীতে সেগুন, শাল, কাঁঠাল ও মেহগনির উপাদান দিয়ে বিভিন্ন আসবাবপত্র, দেব-দেবীর মূর্তি, নকশি দরজা, পৌরাণিক কাহিনীর খোদাইকৃত প্যানেলে লোকঐতিহ্যের প্রবহমান ধারা ফুটিয়ে তোলেন। গরুড়, নৌবিহারে রাজা, পালকিতে জমিদারসহ গ্রাম-বাংলার কারিগরদের তৈরি শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন এ গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্রামীণ জীবন গ্যালারি

কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় এদেশের বেশির ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে। গ্রামের সাধারণ মানুষ পারিবারিক বন্ধনের এক আন্তরিক আনন্দঘন পরিবেশে তাদের জীবন যাপন করে

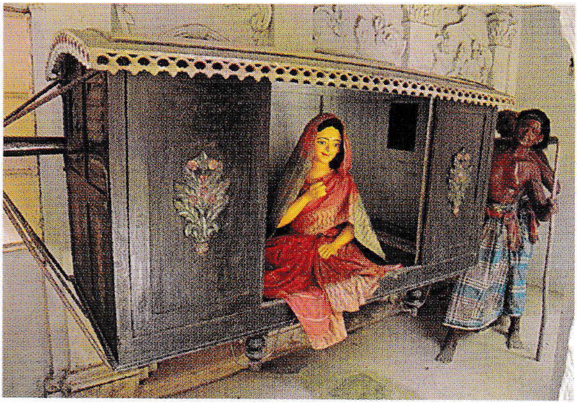

গ্যালারিতে প্রদর্শিত লোকজ বাহন পালকি

থাকে। আগত পর্যটকদের সম্মুখে গ্রামীণ লোকজীবনের নানা উপাদানে কৃষক পরিবারের ঢেঁকিতে ধান ভানার দৃশ্য, লাঙল কাঁধে তাদের মাঠে যাওয়া ও পালকি এ গ্যালারিতে তুলে ধরা হয়েছে।

পটচিত্র ও মুখোশ গ্যালারি

সংস্কৃত শব্দ 'পট্ট' বা কাপড় শব্দ থেকে 'পট' শব্দের উৎপত্তি। কাপড়ে অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্রই পটচিত্র। প্রাচীনকালে যখন আনুষ্ঠানিক শিল্পের ধারা গড়ে ওঠেনি তখন এটিই ছিল গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক। তাই এটিকে লোকজ ঐতিহ্যের শৈল্পিকবোধের স্বতঃস্ফূর্ত, স্থূল ও স্পষ্ট, সক্রিয় শক্তি এবং দুঃসাহসিক, স্বপ্রতিভ বৈশিষ্ট্যসূচক Mural painting-এর প্রতীক বলে গণ্য করা হয়। এ গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে

বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর পট, গাজীর পট, হরিশচন্দ্র রাজার কাহিনীর পট।

নৌকার মডেল গ্যালারি

নদীমাতৃক বাংলাদেশ। সমভূমি, বনভূমি, পাহাড় , নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-দীঘি এবং বিস্তৃত সমুদ্র সৈকত মিলেই প্রাণের পটভূমি বাংলাদেশ। নৌকা এদেশের

গ্যালারিতে প্রদর্শিত নৌকার মডেল

জলপথে সবচেয়ে জনপ্রিয় বাহন হিসেবে পরিচিত। গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে সাম্পান, বজরাসহ বৈচিত্র্যময় নৌকার মডেল।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গ্যালারি

বাংলাদেশে নানা বর্ণের, নানা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আছে। গোত্রভেদে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ভিন্নতা রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনধারার বৈচিত্র্য, তৈজসপত্র প্রদর্শনের প্রয়াসে আঞ্চলিক পরিবেশে এই গ্যালারির আয়োজন।

লোকজ বাদ্যযন্ত্র ও পোড়ামাটির নিদর্শন গ্যালারি

সঙ্গীতের উপযোগী শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র বাদ্যযন্ত্র। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ দেশজ সুলভ উপকরণে সুর-তালের উপযোগী সহজ গঠনপ্রণালিতে যে যন্ত্র তৈরি করে তা লোকজ বাদ্যযন্ত্র। গ্যালারিতে প্রদর্শিত বাদ্যযন্ত্র একতারা, দোতারা, সারিন্দা, সেতার, তান, শানাই, বাঁশি, ঢোলক ইত্যাদি। বাংলাদেশে পলিমাটির প্রাপ্যতা প্রায় সর্বত্র। মৃৎশিল্পে পলিমাটিই প্রধান উপকরণ। আর তাই এ দেশ মৃৎশিল্পে সমৃদ্ধ। এটি সভ্যতার একটি অন্যতম রূপ, বস্তুত অন্যান্য

শিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্প সভ্যতার একটি সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে।

গ্যালারিতে প্রদর্শিত শখের হাঁড়ি

গ্যালারিতে প্রদর্শিত আছে পোড়ামাটির টেরাকোটা পুতুল, শখের হাঁড়ি, নকশি ইটসহ অন্যান্য নির্দশন।

লোহার তৈরি নিদর্শন গ্যালারি

এদেশে লোহার ব্যবহার তাম্র-প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে। প্রাগ-ঐতিহাসিক পর্বে লোহা ব্যাপক পরিমাণে নির্মিত হতো। আমাদের লোকজীবনধারায় কামার কারুশিল্পীদের তৈরি কৃষিজ যন্ত্রপাতি, কাঁচি, নিড়ানি, কোদালসহ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কুর্ণি, খড়গ, সরতা, শাঁখের করাত, কুড়ানি এ গ্যালারিতে প্রদর্শিত আছে।

তামা-কাঁসা-পিতলের নিদর্শন গ্যালারি

গ্রামীণ সমাজ ও লোকসংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ জুড়ে আছে তামা-কাঁসা-পিতলের সামগ্রী। পাঁচ হাজার বছরেরও আগে মানবজাতি প্রথম ধাতু হিসেবে তামার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। তামা ও টিনের সঙ্গে মিশ্রণে তৈরি সঙ্কর ধাতু ব্রোঞ্জের শিল্প নিদর্শন এক সময় গ্রামীণ দৈনন্দিন জীবনে প্রচুর জনপ্রিয় ছিল। তামার সঙ্কর ধাতুসমুহকে পাঁচ ধরনের নামকরণ করা হয়েছে; তামা, কাঁসা, পিতল, ব্রোঞ্জ, ভরণ। গ্যালারিতে প্রদর্শিত আছে বাসন, কুলা, ফুলদানি, চালনি, পিতলের পাটিসহ অন্যান্য নিদর্শন।

লোকজ অলঙ্কার গ্যালারি

লোকজ অলঙ্কারের ব্যবহার মানবজাতির ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। মোহনীয় সৌন্দর্য, মর্যাদার প্রতীক হিসেবে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়। এটি সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি, বিশ্বাসের প্রতিফলন। গ্যালারিতে প্রদর্শিত উল্লেখযোগ্য অলঙ্কার চাম্বেল, কাঁকন, সাতনরীহার, কোমরবিছা ও হাতির দাঁতের অলঙ্কার।

বাঁশ-বেত, শীতল পাটির গ্যালারি

বাংলাদেশ নদীমাতৃক ও উষ্ণমণ্ডলীয় উর্বর সমভূমিতে হওয়ায় এখানে প্রচুর বাঁশ-বেত, বৃক্ষ, লতাগুল্মের সবুজ শ্যামলিমার সমারোহ ঘটে। কারুশিল্পীরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পেশার

গ্যালারিতে প্রদর্শিত হাতপাখা

জ্ঞান দিয়ে বাঁশ-বেতের সমন্বয়ে প্রাচীনকাল থেকে নিজেদের প্রয়োজনে এবং অন্যের চাহিদার তাগিদে তৈরি করে তৈজসপত্র ও খেলনা। বাঁশ-বেতের তৈরি ডুলা, কুলা, চালনি, দরমা ও মাছ ধরার সরঞ্জামাদি, শীতল পাটি ও হাতপাখা গ্যালারিতে প্রদর্শিত আছে।

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

জয়নুল আবেদিন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অসাধারণ প্রতিভাবান একজন শিল্পী ছিলেন। তিনি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ২৯ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৬ সালের ২৮ মে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর অসাধারণ শিল্প-মানসিকতা ও কল্পনাশক্তির জন্য তিনি শিল্পাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার আন্দোলনে তিনি নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করেছিলেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার ফাউন্ডেশনের নতুন জাদুঘরটি শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর নামকরণ করে।

১৯৯৬ সালের ১৯ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন করেন। এ জাদুঘরে তিনটি গ্যালারি।

দারুশিল্পের নিদর্শন গ্যালারি

এই গ্যালারিকে কাঠের তৈরি প্রাচীন ও আধুনিক কালের নিপুণ কাঠখোদাই নিদর্শন দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। এখানে প্রদর্শিত নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে কাঠের বেড়া, মা ও শিশু, সিন্দুক খাট এবং সোনারগাঁয়ের তৈরি কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া সিংহ পুতুল।

গ্যালারিতে প্রদর্শিত দারুশিল্পের চিত্রিত হাতি

এছাড়া গ্যালারিতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্ত কাঠের পরিবেশ, সংগৃহীত কাঠ থেকে কারুপণ্য তৈরি ও

বিকিকিনির সামগ্রিক প্রক্রিয়া ডিওরোমা মডেলের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে।

জামদানি শাড়ি ও নকশি কাঁথা গ্যালারি

জামদানি: প্রাচীনকালে তাঁত বুনন প্রক্রিয়ায় কার্পাস তুলার সুতা দিয়ে 'মসলিন' নামে সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি হতো, সেই বস্ত্রের ওপর যে জ্যামিতিক নকশা বা বুটিদার বস্ত্র বোনা হতো তার নাম জামদানি। জামদানি অর্থ বুটিদার কাপড়, অপভ্রংশ হিসেবে এটি জামদানি হতে পারে।

গ্যালারিতে প্রদর্শিত নকশি কাঁথায় বাংলাদেশ

ফারসিতে 'জাম' এক প্রকার উৎকৃষ্ট মদের নাম আর 'দানী' অর্থ পেয়ালা। এ শব্দদ্বয় থেকে জামদানি নামের উৎপত্তি অথবা জাম পরিবেশনকারী ইরানি সাকির কোমল অঙ্গ স্পর্শ করে ঢাকার বুটি তোলা মসলিন হয়তো একদা জামদানি নাম ধারণ করেছিল।' গ্যালারিতে নানা মোটিফে সমৃদ্ধ নকশি

কাঁথা এবং জামদানি প্রদর্শিত। সে সাথে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলা চাষ পদ্ধতি, তুলা থেকে বস্ত্র তৈরির পরিবেশ, গ্রাম্যমেলা এবং হাট-বাজারে কাপড় বিক্রয়ের চিত্র ডিওরোমা মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য

বাংলাদেশকে জানতে, বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস জানতে যে ব্যক্তির কথা সর্বপ্রথম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয় তিনি

ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে সবুজ চত্বরে নির্মিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণদানের আদলে ব্রোঞ্জের তৈরি সুউচ্চ ভাস্কর্য

আমাদের মহান নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে, বাঙালি সংস্কৃতির ছোঁয়া পেতে তথা বাংলাদেশকে জানতে প্রতিদিন দেশি-বিদেশি হাজার হাজার পর্যটক ফাউন্ডেশন পরিদর্শনে আসে। বাংলাদেশের স্থপতি মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই

ছিলেন ফাউন্ডেশনের স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁরই প্রথম আর্থিক সহায়তায় এই ফাউন্ডেশনের ভিত রচিত হয়। ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখের ফুল বাগিচায় জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দানের আদলে পিতলের তৈরি সুউচ্চ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়। বাঙালি জাতির জন্য গৌরবের বিষয়। ফাউন্ডেশন দেশীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি অগণিত পর্যটকের কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যের স্মারক চিহ্ন যুগ যুগ ধরে বাঙালির গৌরবগাথা তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

জয়নুল ভাস্কর্য

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ছিলেন এ দেশের মাটি ও মানুষের শিল্পী। তিনি বাংলার প্রকৃত রূপ পৃথিবীর কাছে তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এজন্য তিনি আমাদের কাছে

ফাউন্ডেশন চত্বরে শিল্পাচার্য জয়নুল ভাস্কর্য উদ্বোধন করেন মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ এমপি

অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর কীর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন-এর আবক্ষ ভাস্কর্যটি ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে সবুজ চত্বরে স্থাপন করা হয়েছে।

শেখ রাসেল ভাস্কর্য

বর্তমান সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ১৭ মার্চকে জাতীয় শিশু দিবস ঘোষণা করেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের মধ্যে জাতির পিতার নিষ্পাপ ফুলের মতো ছোট্ট শিশু রাসেলকেও হত্যা করেছে নরপিশাচের দল।

ফাউন্ডেশনে নির্মিত জাতির পিতার কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল ভাস্কর্য পরিদর্শন করেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ এমপি, সঙ্গে আছেন পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে জাতির পিতার কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ফাউন্ডেশন চত্বরে স্নিগ্ধ ছায়ায় ঢাকা মায়াময় ঝিলের পাড়ে শেখ রাসেলের একটি পূর্ণাঙ্গ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়।

লাইব্রেরি

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে লোক ও

কারুশিল্পের ওপর গবেষণার জন্য একটি লাইব্রেরি রয়েছে। এখানে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, ম্যাগাজিনসহ মেলা ও লোকজ উৎসবের তথ্য সংরক্ষিত আছে।

আয়োজিত মেলা ও প্রদর্শনী

ফাউন্ডেশন থেকে এ পর্যন্ত আটত্রিশটি লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। বিদেশে প্রদর্শনীর সংখ্যা চারটি।

বার্ষিক অনুষ্ঠানসূচি

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস এবং তাঁর শাহাদাতবার্ষিকী পালন, পৌষ মেলা, ঈদ ও শারদীয় উৎসব, বিজয় উৎসব, বাউল মেলা, বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীসহ সরকারি নির্দেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে। প্রতিবছর শীতকালে ফাউন্ডেশন মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের বর্ণাঢ্য আয়োজন করে।

গবেষণা-প্রকাশনা কর্মসূচি

বাংলাদেশের লোকশিল্পের ঐতিহ্যের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক সকল মাত্রার অজানা তথ্য, তত্ত্ব উদ্ভাবনে ফাউন্ডেশন থেকে গবেষণা-প্রকাশনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের প্রকাশনার সংখ্যা ৬৫টি।

লোকজ রেস্তোরাঁ

আনন্দ, বিনোদন এবং অভিজ্ঞতা লাভের প্রত্যাশায় আগত পর্যটকদের খাবারের চাহিদার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করে গ্রামীণ পরিবেশে ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্সে দুটি রেস্তোরাঁ নির্মাণ করেছে-এর একটি লোকজ রেস্তোরাঁ অপরটি কলমিলতা।

মাছ শিকার

লোকশিল্প জাদুঘর পরিদর্শনে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। এর মধ্যে এক ধরনের দর্শক আসে জাদুঘরের

ফাউন্ডেশনের লেকে বড়শিতে মাছ শিকার

নয়নাভিরাম লেকে বড়শিতে মাছ শিকারের আনন্দ উপভোগের জন্য। এখানকার লেকে মাছ শিকারের ফি ১৬০০ টাকা।

বিক্রয় কেন্দ্র

লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর কমপ্লেক্সের দৃষ্টিনন্দন স্থানে বেড়ানো ও বিকিকিনির জন্য ক্রেতাদের রুচি, চাহিদার দিকগুলো বিবেচনা করে নির্মাণ করা হয়েছে ফাউন্ডেশনের বিক্রয় কেন্দ্র।

কারুপল্লী

কারুশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়াসে কারুপল্লীর স্টলে কর্মরত কারুশিল্পী কর্তৃক জামদানি শাড়িসহ কারুপণ্যসামগ্রী তৈরি, প্রদর্শনী ও সুলভে বিক্রয়ের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বিনোদন স্পট

বছরে প্রায় দশ লক্ষ পর্যটক দেশের একমাত্র লোকশিল্প জাদুঘর পরিদর্শনে আসে। সেসব পর্যটকদের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াসে প্রতিষ্ঠানের অধীগ্রহণকৃত জায়গায় লিচু, পাম ও গুবাকতরুর সারির শ্যামল, স্নিগ্ধ, হৃদয়জুড়ানো নিরিবিলি পরিবেশে নির্মাণ করা হয়েছে বিনোদন স্পট। এ স্পট ব্যবহারের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট ফি।

নৌকায় ভ্রমণ

ফাউন্ডেশনের দৃষ্টিনন্দন আঁকাবাঁকা লেকে নৌকায় ভ্রমণের জন্য পাঁচটি ফাইবার গ্লাসের প্যাডেল বোট ও ছয়টি ডিঙি

ফাউন্ডেশনের লেকে নৌকা ভ্রমণের দৃশ্য

নৌকা রয়েছে। ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া নিয়ে এসব ছোট ডিঙি নৌকায় লেকে ভ্রমণ করা যায়।

কারুশিল্প গ্রাম

আমাদের লোকশিল্প, লোকসংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য এবং দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে কারুশিল্পীদের কর্মময় পরিবেশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা কারুশিল্প গ্রামে রয়েছে। ফাউন্ডেশনের লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের সময়ে কর্মরত কারুশিল্পীদের কর্মময় পরিবেশ প্রদর্শনীর বিশেষ ব্যবস্থা এ গ্রামে করা হয়।

কারুশিল্পগ্রামে কর্মরত শখের হাঁড়ির শিল্পী

ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করছেন সিরডাপ *Second Ministerial Meeting*-এ যোগদানকারী ভারতের *Minister of Rural Development and Minister of Panchayati Raj*-এর মাননীয় মন্ত্রী *Shri C. P. Joshi.* নেপালের *Minister for Local Development*-এর মাননীয় মন্ত্রী *Mr. Purna Kumar Sherma Limbu.* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবীর নানক, নারায়ণগঞ্জ-০৩ আসনের মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব আব্দুল্লাহ্-আল-কায়সার সাথে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ

ফাউন্ডেশন পরিদর্শনে বিদেশি পর্যটক

ফাউন্ডেশনের বড় সরদার বাড়ির রেস্টোরেশন

০৩ জানুয়ারি ২০১২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান কর্পোরেশনের মধ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের লোকশিল্প জাদুঘর/বড় সরদার বাড়ির

রেস্টোরেশন কাজের ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ধরনের চুক্তি বাংলাদেশে এটিই প্রথম। দক্ষিণ কোরিয়া-বাংলাদেশের সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করতে অনুদান হিসেবে ইয়াংওয়ান কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও কোরিয়া ইপিজেড-এর প্রধান নির্বাহী মি. কিহাক সাং ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর/বড় সরদার বাড়ির প্রাচীন রাজ প্রাসাদের রাজসিকতা ফিরিয়ে আনতে অনন্য ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে রেস্টোরেশনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এ রেস্টোরেশন কাজটি সম্পন্ন হলে পর্যটকগণ প্রাচীন রাজধানীর জৌলুস পুনরায় অবলোকন করতে পারবেন।

এক নজরে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রতিষ্ঠাকাল : ১২ মার্চ, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ
আয়তন : ৫৬.৬৬ একর
গ্যালারির সংখ্যা : ১৩টি
নিদর্শন সংখ্যা :প্রায় ৫ হাজার
প্রকাশনার সংখ্যা : ৬৫টি
কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা : ৫৫ জন
প্রবেশ টিকেটের মূল্য : ১৫.০০ টাকা
বিদেশি পর্যটকদের টিকেটের মূল্য : ১০০.০০ টাকা

সময়সূচি : গ্রীষ্মকালীন- ০১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। শীতকালীন- ১ অক্টোবর থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫ টা।

সাপ্তাহিক ছুটি : বুধবার ও বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্সে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। ফাউন্ডেশনের লোকশিল্প জাদুঘর পরিদর্শনে আগত দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত নিদর্শন অবলোকনে মুগ্ধ হন। তাঁরা এখানে বাঙালির জাতিসত্তাকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পান। আনন্দ-অভিজ্ঞতা, গবেষণা এবং বিনোদনের জন্য সুবর্ণগ্রামের অতীত ঐতিহ্য সত্যিই মনে রাখার মত। জগতের আনন্দ যজ্ঞে আপনার নিমন্ত্রণ। জয় হোক সত্য সুন্দরের।

যোগাযোগ :

ফোন : (+৮৮০২) ৭৬৫৬৩৩১, ৭৬৫৬৩০৯
ফ্যাক্স : (+৮৮০২) ৭৬৫৬২৩০
e-mail : director.s.museum@gmail.com
website : www.fms.gov.bd